ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

# পোল্যান্ডের কাতোভিতসেতে আসন্ন কপ-২৪ সম্মেলনে প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা কাঠামো সম্বলিত চূড়ান্ত রূপরেখা প্রণয়ন ও প্রতিশ্রুত জলবায়ু অর্থায়নে দৃশ্যমান অগ্রগতি ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতের দাবি টিআইবি'র

২২ নভেম্বর ২০১৮, টিআইবি কনফারেন্স রুম, ঢাকা

## প্রেক্ষাপট

জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক জাতিসংঘ ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (ইউএনএফসিসি) এ জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত উন্নয়নশীল দেশসমূহের ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানে উন্নত দেশসমূহ "দূষণকারী কর্তৃক পরিশোধযোগ্য" নীতি অনুসরণের প্রতিশ্রুতি প্রদান করে (অনুচ্ছেদ ৪.৪)। এর ধারাবাহিকতায় ২০০৯ সালে কোপেনহেগেন চুক্তির আওতায় উন্নয়ন সহায়তার 'অতিরিক্ত' এবং 'নতুন' হিসেবে ২০২০ সাল নাগাদ প্রতি বছর ১০০ বিলিয়ন ডলার প্রদানের যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিলো ২০১৫ এ জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত প্যারিস চুক্তির আওতায় ২০২৫ সাল পর্যন্ত তা অব্যাহত রাখার অংগীকার পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৩ এর আওতায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় প্রতিশ্রুত তহবিল প্রদানের ব্যাপারে শিল্পোন্নত দেশসমূহ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পোল্যান্ডের কাতোভিতসেতে আসন্ন কপ-২৪ সম্মেলনে জলবায়ু অর্থায়নে দৃশ্যমান অগ্রগতি ও ন্যায্যতা নিশ্চিতে স্বচ্ছতা কাঠামো সম্বলিত প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নের রূপরেখা (রুল বুক) চূড়ান্ত করার কথা।

## জলবায়ু অর্থায়নে অগ্রগতির ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ

বৈশ্বিক চাহিদা অনুযায়ী প্যারিস চুক্তিতে প্রতিশ্রুত জলবায়ু তহবিল প্রদান, জলবায়ু তহবিল ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা নিশ্চিতের বিষয়টি বাধ্যতামূলক না হয়ে ঐচ্ছিক হওয়ায় ঝুঁকিতে থাকা স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য অনুদান ভিত্তিক অর্থায়ন পাওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। সর্বোচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ বাংলাদেশ সহ ৭টি দেশকে সবুজ জলবায়ু তহবিল (জিসিএফ) সহ আন্তর্জাতিক উৎস হতে প্রদত্ত সর্বমোট অভিযোজন অর্থায়নের মাত্র ৭% প্রদান করা হয়েছে। প্রতিশ্রুত ১০০ বিলিয়ন ডলারের মধ্যে অর্থায়নের প্রধান মাধ্যম জিসিএফকে মাত্র ৭ বিলিয়ন ডলার প্রদান করা হয়েছে। অথচ প্রকল্প চাহিদার পরিমাণ প্রায় ১২ বিলিয়ন ডলার; বাকি ৫ বিলিয়ন ডলার কোন উৎস হতে, কখন এবং কিভাবে প্রদান করা হবে তার নিশ্চয়তা না থাকায় ক্ষতির মাত্রা যে সামনে বাড়বে তাতে সন্দেহ নেই। উল্লেখ্য, প্যারিস চুক্তিতে 'ক্ষয়-ক্ষতি'র বিষয়টি অভিযোজন থেকে আলাদা বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হলেও ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর ক্রমবর্ধমান ক্ষয়-ক্ষতি কমাতে অতিরিক্ত কোনো অর্থ এখন পর্যন্ত বরাদ্দ প্রদান করা হয়নি।

মূলতঃ প্যারিস চুক্তিতে জলবায়ু অর্থায়নের সর্বসম্মত সংজ্ঞা নির্ধারণ না করায় 'নতুন' এবং 'অতিরিক্ত' উন্নয়ন সহায়তা এবং অনুদান অথবা ঋণ সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা না থাকায় অর্থায়নের ক্ষেত্রে এ অস্পষ্টতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য, জিসিএফ হতে এ পর্যন্ত প্রদত্ত তহবিলের মাত্র ৪৫% অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। জলবায়ু অভিযোজন এবং প্রশমন খাতে ৫০ঃ৫০ অনুপাত বজায় রাখার কথা থাকলেও জিসিএফ থেকে অনুমোদিত তহবিলের মাত্র ৩২% শতাংশ অভিযোজন বাবদ বরাদ্দ করেছে। অন্যদিকে, জিসিএফ কর্তৃপক্ষের প্রকল্প অনুমোদন থেকে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত তহবিল ছাড়ের জন্য নির্দিষ্ট কোন রোডম্যাপ/নীতিমালা না থাকায় জিসিএফ বোর্ড কর্তৃক ২০১৫ থেকে এখন পর্যন্ত মাত্র ১.৪ বিলিয়ন ডলারের প্রকল্প অনুমোদন করেছে। তহবিল ছাড়ে দেরির কারণে লক্ষিত জনগোষ্ঠী ক্ষতিগ্রস্ত হলে জিসিএফ কর্তৃক ক্ষতিপূরণ প্রদানের নীতি না থাকায় জিসিএফ এর কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহ জিসিএফ এর বিভিন্ন মানদণ্ড নিশ্চিত করে প্রয়োজনীয় তহবিল পেতে সক্ষম না হওয়ায় তহবিলের ঘাটতির কারণে প্রয়োজনীয় জলবায়ু তহবিলকে লাভজনক বিনিয়োগ বা ব্যবসার সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করতে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান নিবন্ধিত হয়েছে, যা অনৈতিক এবং প্রতিশ্রুতির লংঘন। প্যারিস চুক্তির আওতায় জলবায়ু অর্থায়ন সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিতে যে স্বচ্ছতা কাঠামো প্রস্তাব করা হয়েছে তাও আইনী বাধ্যতা মূলক না হওয়ায় বাস্তবে প্যারিস চুক্তির লক্ষ্য অর্জন আদৌ সম্ভব হবে কিনা তা নিশ্চিত নয়।

## বাংলাদেশের জলবায়ু তহবিল সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনায় অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ

চরম ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত দেশগুলো জিসিএফ থেকে প্রয়োজনীয় তহবিল পাবার ন্যায্য অধিকার রয়েছে। জাতীয় বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান (এনআইই) হিসেবে বাংলাদেশের ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি (ইডকল) এবং পিকেএসএফ জিসিএফ হতে সরাসরি তহবিল সংগ্রহে যোগ্যতা অর্জন করলেও কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রয়োজনীয় আর্থিক, পরিবেশগত ও সুশাসন সংশ্লিষ্ট মানদণ্ড অর্জন নিশ্চিত করতে পারেনি। বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত ৩টি প্রকল্পের জন্য জিসিএফ থেকে মাত্র ৮৫ মিলিয়ন ডলার তহবিল অনুমোদন পেয়েছে। ২০১৩ সাল হতে শিল্পোন্নত দেশসমূহ বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন রেজিলিয়েন্স তহবিল (বিসিসিআরএফ) এ নতুন কোনো অর্থায়ন করেনি, অথচ শুধুমাত্র অভিযোজনের জন্যই বাংলাদেশের প্রতি বছর কমপক্ষে ২.৫ বিলিয়ন ডলার দরকার। অন্যদিকে বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্রাটেজি অ্যান্ড অ্যাকশন প্ল্যান (বিসিসিএএসপি) বাস্তবায়নে শুধুমাত্র দেশি উৎস হতেই এ পর্যন্ত বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিল (বিসিসিটিএফ) কে ৩,৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সরকার পৃথকভাবে জলবায়ু রাজস্ব (ফিসক্যাল) বাজেট

প্রণয়ন করেছে। তবে, উদ্বেগের বিষয় যে, প্রতি বছর জাতীয় বাজেট থেকে বিসিসিটিএফ এ তহবিল বরাদ্দের পরিমাণ ক্রমেই কমছে। শুধু তাই নয়, প্রকল্প অনুমোদন ও তহবিল বরাদ্দে স্থানীয় ঝুঁকিকে প্রাধান্য না দেয়া, তহবিল ব্যবহারে নাগরিক অংশগ্রহণ, তথ্যের উন্মুক্ততা, জবাবদিহিতা ও শুদ্ধাচারের ঘাটতি সহ বাস্তবায়নে নিরপেক্ষ তদারকির ঘাটতি কার্যকর অভিযোজনে অন্যতম চ্যালেঞ্জ।

## আসন্ন কপ-২৪ সম্মেলনে প্রত্যাশা

অনুদান ভিত্তিক প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জলবায়ু অর্থায়ন এবং তার ব্যবহারে স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচার নিশ্চিতে টিআইবি ২০১১ সাল হতে ধারাবাহিকভাবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন অংশীজনের সাথে গবেষণা-ভিত্তিক সুপারিশ বাস্তবায়নে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। টিআইবি জলবায়ু অর্থায়ন সংক্রান্ত তার গবেষণা লব্ধ সুপারিশ বাস্তবায়নে সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, বিসিসিটিএফ, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর অফিস সহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এর ফলে জলবায়ু অর্থাযনে সুশাসন নিশ্চিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির পাশাপাশি ইতিমধ্যে টিআইবি প্রণীত জলবায়ু প্রকল্প তদারকি কৌশল এবং সামাজিক নিরীক্ষা টুল কেনিয়া, মালদ্বীপ, নেপাল, রুয়ান্ডা ও মেক্সিকোতে প্রয়োগ করা হচ্ছে।

এ প্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাপী ঝুঁকিতে থাকা ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহের কোটি কোটি মানুষের স্বার্থে টিআইবি আসন্ন কপ-২৪ সম্মেলনে টেকসই উন্নয়নে জলবায়ু অর্থায়নে দৃশ্যমান অগ্রগতি, ন্যায্যতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতে প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা কাঠামো সম্বলিত রূপরেখা (রুল বুক) চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সহ প্যারিস চুক্তির সাক্ষরকারী দেশসমূহের সংশ্লিষ্ট অংশীজনের বিবেচনার জন্য পেশ করছে-

১. প্যারিস চুক্তির আওতায় জলবায়ু অর্থায়নে উন্নত এবং উন্নয়নশীল উভয় শ্রেণির দেশের জন্য আইনী বাধ্যতামূলক, একটি "স্বচ্ছতা কাঠামো" অবলম্বন করে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের শুদ্ধাচার ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে;
২. দূষণকারী কর্তৃক ক্ষতিপূরণ প্রদান নীতি বিবেচনা করে ঋণ নয়, শুধু সরকারি অনুদান, যা উন্নয়ন সহায়তার 'অতিরিক্ত' এবং 'নতুন' প্রতিশ্রুতির স্বীকৃতি দিয়ে জলবায়ু অর্থায়নের সংজ্ঞায়ন করতে হবে;
৩. স্বল্পোন্নত দেশগুলোর স্বার্থ নিশ্চিতে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে প্যারিস জলবায়ু চুক্তি বাস্তবায়নের রুপরেখা চূড়ান্ত করা, উন্নত দেশগুলো হতে প্রয়োজনীয় সম্পদ (জলবায়ু তহবিল, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং কারিগরি সহায়তা) সরবরাহের জোর দাবি উত্থাপন করতে হবে;
৪. উন্নয়নশীল দেশগুলোর অভিযোজনকে অগ্রাধিকার দিয়ে চাহিদা মাফিক জলবায়ু তহবিল প্রদানে একটি সময়াবদ্ধ রোডম্যাপ প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করতে হবে;
৫. ক্ষতিগ্রস্ত স্বল্পোন্নত দেশসমূহের পরিকল্পিত অভিযোজনের জন্য জিসিএফ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক তহবিল হতে প্রয়োজনীয় তহবিল অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যথাসময়ে, সহজে সরবরাহের জন্য বাংলাদেশ সহ ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে সমন্বিতভাবে (ক্লাইমেট ডিপ্লোম্যাসির মাধ্যমে) দাবি উপস্থাপন করা এবং তা আদায়ে দর কষাকষিতে দক্ষতা প্রদর্শন করতে হবে;
৬. স্বল্পোন্নত দেশে অভিযোজন বাবদ অর্থায়নের অতিরিক্ত হিসেবে ক্ষয়-ক্ষতি মোকাবেলায় বিশেষ তহবিল গঠন এবং তার জন্য দ্রুত অর্থায়ন নিশ্চিতে স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে সোচ্চার হতে হবে;
৭. জলবায়ু-তাড়িত বাস্তুচ্যুতদের পুনর্বাসন, কল্যাণ এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিশ্চিতে জিসিএফ এবং অভিযোজন তহবিল থেকে বিশেষ তহবিল বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে; এবং
৮. জিসিএফ এর ট্রাস্টি বোর্ডের কাঠামো পুনর্গঠনের মাধ্যমে একটি সমতা-ভিত্তিক প্রতিনিধিত্বমূলক এবং কার্যকর ট্রাস্টি বোর্ড গঠন এবং ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহের অভিযোজন কার্যক্রমে অনুদানকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

---